৩.৫ বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব

মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করলে একটি নতুন ধারণা গড়ে ওঠে। তা হচ্ছে: বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে—বিশেষত উন্নত ও উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রাষ্ট্রের সম্পর্কের পেছনে নিহিত আছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির ঘাতপ্রতিঘাতের এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই তত্ত্বটির মূল জিজ্ঞাসাই হল: অনুন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও উন্নয়নের ধারা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের মাধ্যমে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল? বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের মূল প্রবক্তা ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন (Immanuel Wallerstein) এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। তিনটি খণ্ডে লেখা The Modern World System বইটিতে এই তত্ত্বটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৭৪, ১৯৮০ এবং ১৯৮৯ সালে।

তাঁর মতে, এই তত্ত্বটির বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে নিম্নোক্তরূপ: এক, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা হচ্ছে একটি মাত্র একক (Unit)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি মাত্র শ্রমবিভাজন এবং একাধিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। দুই, তিনি মূলত, দুটি বিশ্বব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন—একটি হচ্ছে বিশ্বসাম্রাজ্য (World Empires), এবং অপরটি হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি (World Economies)। চীন, মিশর, রোম প্রমুখ প্রাক্ আধুনিক সভ্যতাসমূহ বিশ্ব সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ ইউরোপীয় শক্তিসমূহকে তিনি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মূল নিয়ন্ত্রক বলে উল্লেখ করেছেন। তিন, ষোড়শ শতকে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের ফলে এক ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থা প্রথমে ইউরোপের সঙ্গে লাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক স্থাপন করলেও, তা পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ে। চার, এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাকে ওয়লারস্টাইন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন—বিশ্বব্যাপী বিস্তারের ফলে পৃথিবী বিভক্ত হয়েছিল তিনটি ভাগে। এগুলোকে বলা হয় 'কেন্দ্র' (core), 'প্রত্যন্ত' (Periphery) এবং 'আধা-প্রত্যন্ত' (Semi-peripehery)। 'কেন্দ্র' বলতে বোঝায় অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিকে; 'প্রত্যন্ত' বলতে বোঝায় অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে—আর, 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্রগুলির অবস্থান এই দুই ব্যবস্থার মাঝামাঝি।

ওয়ালারস্টাইন সমগ্র পৃথিবীকে একটি মাত্র একক (unit) হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর মতে সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিবর্তন ব্যাখ্যা করা যাবে বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে এই রাষ্ট্রগুলির মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এটিকে 'বিশ্বব্যবস্থা' বলা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এটি যে কোন রাজনৈতিক এককের চেয়ে বৃহত্তর। আবার, এটিকে 'ব্যবস্থা' বলা হয়েছে তার কারণ এই ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ একে অপরের সঙ্গে কার্যকরণ সূত্রে আবদ্ধ এবং একটির পরিবর্তন অপর অংশের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। ওয়ালারস্টাইন দেখিয়েছেন ঐতিহাসিকভাবে এই বিশ্বব্যস্থার

Scanned with CamScanner

করেকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। প্রথম পর্যায়টি—যেটি 'ক্ষুদ্রব্যবস্থা' (mini-system) বলে উল্লেখিত হয়েছে—সেটির বিস্তৃতি ছিল খ্রীষ্টজন্মের দশহাজার বছর আগে অবধি। আর, এই সময়ে শ্রমবিভাজন ছিল একটি গোষ্ঠীসংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হত কেন্দ্রের মাধ্যমে। কেন্দ্রই বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে কর আদায় করত এবং বিনিময়ে নিরাপত্তা দিত এই গোষ্ঠীগুলোকে। ১০,০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫,০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই ব্যবস্থা উল্লিখিত হয়েছে 'বিশ্ব-সাম্রাজ্য' (World Empire) নামে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত যে ব্যবস্থাটি অব্যাহত আছে তাকে ওয়ালারস্টাইন অভিহিত করেছেন বিশ্ব অর্থনীতির যুগ (World Economy) বলে। এই সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য হল: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান পরিসর, মূলধনের সঞ্চয়ীকরণ (accumulation) এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও অঞ্চলের মধ্যে মেরুকরণই জন্ম দেয় 'কেন্দ্র', 'প্রত্যন্ত' এবং 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্র ব্যবস্থার। এখানে উল্লেখ্য, ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধিতা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ওয়ালারস্টাইন দ্বি-মেরু বিশিষ্ট পৃথিবীকে খুঁজে পাননি। তাঁর মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বিশ্ব-ব্যবস্থার বাইরে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় সূচনা করে না। বরং এই পতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে অন্যান্য উন্নত আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংঘাত ও প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবে।

বিশ্বব্যবস্থার এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। এক, ওয়ালারস্টাইনের এই তত্ত্বটির অন্যতম প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই তত্ত্বটি দুটি বা ততোধিক রষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কটি দেখতে চান আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সেই উন্নয়নের পরিণতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক স্তরবিন্যসের আঙ্গিকে। কিন্তু যেটা উল্লিখিত হয়নি বা গৌণ থেকে গেছে তা হল একটি দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকখানি নির্ভর করে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীসম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণীস্বরূপের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। দুই, এন্টনী ব্রিউয়ারের (Anthony Brewer) মত অনুযায়ী ধনতন্ত্রের বিকাশ ও গতিময়তার মধ্যে একটি স্বতঃবিরোধিতা আছে—যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংকট এবং পরিবর্তন দুয়েরই সূচনা করতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটি ধনতন্ত্রের বিকাশ ও বিবর্তনে এই স্বতঃবিরোধিতাকে উল্লেখ করেনি। তিন, এই তত্ত্বটি যখন কেন্দ্র-প্রত্যন্ত বা আধা-প্রত্যন্ত সম্পর্ক আলোচনা করেছে, তখন এই সম্পর্কও যে পরিবর্তনশীল হতে পারে, তার কোন ইঙ্গিত করেনি। 'প্রত্যন্ত' অঞ্চল যদি 'আধা-প্রত্যন্ত' অঞ্চলে পরিণত হয়, তাহলে এই নতুন 'আধা-প্রত্যন্ত' অঞ্চলে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ ও শোষণের পদ্ধতি কীরকম হবে, তা নিয়ে আলেচনা এই তত্ত্বটিতে অনুপস্থিত। চার, এই তত্ত্বটি উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে, তার ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন, চীন-ভারত-ব্রাজিল-রাশিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত ভাবে BRICS নামে একটি মূলত অর্থনীতিভিত্তিক আন্তঃআঞ্চলিক (Transregional) সংগঠন গড়ে তুলেছে। আপাতদৃষ্টিতে, এই দেশগুলিকে 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়। বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব অনুযায়ী কী হবে এই দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক? অথবা, এই তথাকথিত 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ ভাবে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে দরকষাকষি (bargaining) করতে পারে? নাকি উন্নত দেশগুলির কাছে শেষপর্য্যন্ত অবনত হয়েই থাকবে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতার এই সম্ভাবনা অথবা ব্যাখ্যা কিন্তু এই তত্ত্বটির থেকে প্রত্যাশা করা যায় না।

এই তত্ত্বটির আলোচনা শেষ করা যায় দুটি বক্তব্য উল্লেখ করে। প্রথমতঃ, এই তত্ত্বটি ধনতন্ত্রের বিকাশের

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, তার একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছে। দ্বিতীয়ত, ওয়ালারস্টাইন মনে করছেন, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা সম্ভবত অন্তিম পর্যায়ের দিকে এগুচ্ছে। কিন্তু এর বিকল্প কী হবে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত বলার সময় এখনও আসেনি।

Scanned with CamScanner